

# ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা আইডিয়া

[priyocareer.com/electronic-business-ideas-bangla/](http://priyocareer.com/electronic-business-ideas-bangla/)



ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা শুরু করতে হলে, স্বাভাবিকভাবেই ইলেকট্রনিক্স পণ্য সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হবে। পাশাপাশি ইলেকট্রিক ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হবে কীভাবে সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা লাগবে।

ইলেকট্রনিক পণ্যসমূহ যেমন টিভি, ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, কম্পিউটার ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস এখন বাজারে খুব জনপ্রিয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস ছাড়া আমাদের জীবন কল্পনাই করতে পারি না।

যদি ও বাজারে অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তবুও নিজে যদি ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা হতে পারে একটি দারুন আইডিয়া। তবে এ ব্যবসা শুরু করার আগে এ জিনিস গুলো নিয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে। আজ আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। চলুন জেনে নিই।

## ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা

এক নজরে সম্পূর্ণ লেখা দেখুন

## ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা করার পদ্ধতি সমূহ

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা সাধারণত দুইভাবে করা যায়।

- ডিলারশীপ ব্যবসা
- খুচরা পণ্য বিক্রির ব্যবসা

ডিলারশীপ ব্যবসা হলো কোন একটা নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্যের বিক্রি ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ। এর জন্য সেই নির্দিষ্ট কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়।

তবে, ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে খুচরা পণ্য বিক্রির ব্যবসা শুরু করাই উপযুক্ত। খুচরা পণ্য বিক্রি ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

## ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা শুরু করার ধাপ সূমহ

---

### ১. ব্যবসা পরিকল্পনা

---

যে কোন ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা করা জরুরি। একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দোকান দেওয়ার আগে এর সুযোগ সুবিধা সব দিকে দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। লাভ ক্ষতির বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা ইলেকট্রনিক্স জিনিস সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

**Related:** নতুন ব্যবসা পরিকল্পনা করার জরুরি ৯টি ধাপ?

### ২. মূলধন

---

শুরুতে অল্প পরিমাণ মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে প্রথমে শুরু করা যায়। তবে, এ ধরনের ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত টাকার ব্যবস্থা আগেই রাখতে হবে।

দোকান ভাড়া থেকে শুরু করে পাইকারি ভাবে পণ্য ক্রয়, দোকান সাজানো, স্টোর রুম রাখা, এডভারটাইজমেন্ট করা এবং যদি কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় সব কিছুর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ মজুদ রাখতে হবে। বিজনেস লোন পাওয়ার উপায় জানা থাকলে মূলধন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হয়না।

তবে, যদি নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভব না হয় তাহলে, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ লোন করা যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, সোনালি ব্যাংক লোন দিয়ে থাকে।

### ৩. দক্ষতা

---

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা শুরু করার আগে অবশ্যই ইলেকট্রিক জিনিস সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। গ্রাহক যখন দোকানে পণ্য কিনতে আসবে তখন সেই পণ্য সম্পর্কে তাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা না দিতে পারলে গ্রাহক পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে না।

### ৪. ব্যবসায়ের নাম

---

যে কোন ব্যবসা শুরু করার আগে অবশ্যই তার একটি সুন্দর নাম বাছাই করতে হবে। নামটি হতে হবে ছোট ও আকর্ষণীয়। নাম শুনেই যেন বুঝা যায় দোকানটিতে কি ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি হতে পারে। দোকানের সুন্দর নামের তালিকা ও নতুন ব্যবসার নাম নির্বাচন করার উপায়।

### ৫. লাইসেন্স

---

যে কোন ব্যবসার শুরুতেই লাইসেন্স করা জরুরি। লাইসেন্স করা থাকলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব দিকে থেকে সুরক্ষিত থাকে। সাধারণত ১৮ বছর বয়সী যে কেউ লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারবে।

সেক্ষেত্রে শহরে অবস্থান হলে সিটি কর্পোরেশন থেকে লাইসেন্স গ্রহন করতে হবে। এছাড়াও, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকেও লাইসেন্স গ্রহন করা যেতে পারে। এলাকা ভিত্তিক আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

### ৬. স্থান নির্বাচন

---

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা শুরু করার আগে একটি উপযুক্ত স্থান বাছাই করা সবচেয়ে জরুরি। উপযুক্ত স্থানে দোকান দিতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি ও দ্রুত হয়। স্থান বাছাই করতে হবে এমন জায়গায়, যেখান কাস্টমার আসা যাওয়ায় সুবিধা হয়। জনবহুল জায়গায় ও যাতায়াতে সুবিধা আছে এমন স্থান বাছাই করতে হবে দোকানের জন্য।

## ৭. পণ্য সোর্স ও পাইকারি মার্কেট

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি মার্কেট হলো ঢাকার নবাবপুর এলাকায়। এখানে কয়েক হাজার দোকান রয়েছে যেখান এইসব পণ্য পাইকারি বিক্রি করা হয়। এছাড়া এখানে খুচরা ও বিক্রি করা হয়ে থাকে। এবং তুলনামূলক কম দামে পণ্য পাওয়া যায়।

এছাড়া অন্যান্য বড় বড় যেসব মার্কেট গুলো যেমন গুলশানের ডিসিসি মার্কেট, মোহাম্মদপুর এলাকার টাউন হল মার্কেট এসব জায়গায় ও ইলেকট্রনিক্স পণ্যের পাইকারি দোকান আছে।

এক্ষেত্রে, যদি সরাসরি যেসব কোম্পানি ইলেকট্রিক পণ্যগুলো তৈরি করেছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়।

## ৮. টার্গেট গ্রাহক

দোকান শুরু করার আগে অবশ্যই গ্রাহক দের পছন্দ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ব্যবসায়ী যদি গ্রাহকে বুঝতে পারে তাহলে তার সাথে লেনদেন করা ও খুব সহজ হয়। গ্রাহক যদি একটি বিশেষ বয়সের হয়ে থাকে তাহলে সে বয়সের গ্রাহকের কোন কোন গেজেট পছন্দ সে সব পণ্য দিয়ে দোকান সাজাতে হবে।

তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক জাতীয় জিনিস না কিনে সব ধরনের পণ্য দিয়ে দোকান সাজালে গ্রাহক আকৃষ্ট হবে বেশি। অনেক সময় দেখা যাবে একটি পণ্য কিনতে এসে গ্রাহক অন্য একটি পণ্য পছন্দ করে সেটিও কিনে নিয়ে যাবে।



ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসা

মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনিক্স সব ধরনের পণ্যই দিন দিন আপডেট হয়। তাই, সব ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের পণ্য দিয়ে দোকান সাজাতে হবে। একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্য যেটির মধ্যে সব ধরনের উন্নত সুযোগ সুবিধা আছে এবং যেটি অনেক দিন স্থায়ী হবে এমন ধরনের পণ্য গ্রাহক পছন্দ করে বেশি। তাই, গ্রাহকের এসব পছন্দ মাথায় রাখতে

হবে সাথে সাথে গ্রাহক বাজেট সম্পর্কে ও ধারণা রাখতে হবে।

## ৯. পরিচিতি বাড়ানো

---

ব্যবসা শুরু করার পর অবশ্যই এর পরিচিতি বাড়াতে হবে। যত বেশি প্রচার হবে পণ্য বিক্রি তত বেশি হবে। এক্ষেত্রে অনেকে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন লিফলেট দিয়ে ব্যবসার প্রচার করা যেতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করার পর বিভিন্ন অফারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

তাছাড়া, ফেসবুক পেজ বা একটি সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে পণ্যের সুন্দর ছবি ও বিবরণী তুলে ধরা যেতে পারে। আজকাল অনেকেই অনলাইনে কেনাকাটায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করে সেক্ষেত্রে একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় ওয়েবসাইটের তুলনা নেই। গ্রাহক খুব সহজেই সেখান থেকে পণ্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।

## ১০. আনুমানিক আয়

---

ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দাম বাজারে উঠানামা করে। যদি ঠিকমত পরিচালনা করা যায় তাহলে যত বেশি ইনভেস্ট করা যাবে, ইনকাম ও সে অনুযায়ী হবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি ৫-১০ লক্ষ টাকা নিয়ে শুরু করে তাহলে অনায়াসে সে ৩০০০০- ৮০০০০০ টাকা আয় করতে পারবে। আয় অবশ্যই বাজার দরের উপর নির্ভর করবে।

## ইলেকট্রনিক্স পণ্যের তালিকা

---

এনার্জি লাইট, চার্জার লাইট সিলিং ফ্যান, টেলিভিশন, ফ্রিজ, স্ট্যাবলাইজার, ব্রেন্ডার মেশিন, স্পিকার, আয়রন, পানির ফিল্টার, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার, মাল্টিপ্লাগ, আইপিএস, ইউপিএস, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, ক্যামেরা, রুম হিটার বা গিয়ার, এয়ার কন্ডিশন, এয়ার কুলার, কম্পিউটার সেট।

## পরিশেষে

---

এই ছিল আজকে ইলেকট্রিক ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত লেখা। বলা যায় যে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই, এ দিক বিবেচনায় এ ব্যবসাটি হতে পারে অধিক লাভজনক।